দৈনিক জনকণ্ঠ

12

তারিখ ... JAN. 5 1999

পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

চৌদ্দগ্রাম থানায় উপবৃত্তি প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি

নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমত, শহরাঞ্চলের বাইরে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীবেতন মওকুফ করেছে। পরবর্তীতে সরকার ছাত্রীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করতে পারে, তাদের খরচ যোগাতে যাতে পিতামাতার কষ্ট না হয় সেজন্য থানা পর্যায়ে "ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট"-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি চালু করেছে। যা দ্বারা ছাত্রীরা বইপুস্তক ক্রয় ও পড়াশোনার খরচ চালাতে পারে। কিন্তু জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষক থানা প্রজেক্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে ছাত্রী বৃত্তির সরকারী টাকা আত্মসাত করে আসছে। তার মধ্যে চৌদ্দগ্রাম থানা দুর্নীতিতে একধাপ এগিয়ে আছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী যেসব ছাত্রীর বিদ্যালয়ে হাজিরা শতকরা ৭৫ ভাগ, বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ নম্বর পাবে, স্কুল পরিত্যাগ করেনি এবং যে ছাত্রীর বিয়ে হয়নি কেবল তারাই উপবৃত্তির টাকা পাবে। কিন্তু চৌদ্দগ্রামে এ নিয়ম সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। অনেক স্কুলে বিবাহিত, স্কুল পরিত্যক্ত, কলেজে অধ্যয়নরত, ভুয়া ও অবৈধ ছাত্রীদের নামেও টাকা ওঠানো হচ্ছে। বিনিময়ে উপবৃত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পাচ্ছে একটি পার্সেন্টেজ। এ অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। বরং অভিযোগকারীকে দায়সারা জবাব দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধতন প্রকল্প কর্মকর্তা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মাহবুবুল হক
ফান্নুনকরা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।